যুগান্তর

তারিখ ...10-APR-2008...
পৃষ্ঠা · ... কলাম · ২...

শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে ছাত্রলীগ (বাঁয়ে) এবং খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের মুক্তির দাবিতে ছাত্রদল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে যুগা

দুই নেত্রীর মুক্তিসহ বিভিন্ন ইস্যুতে ক্যাম্পাসে চলছে মিছিল সমাবেশ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে দুই নেত্রীসহ সব রাজবন্দির মুক্তি ও জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবিতে সরকারকে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে আন্দোলনে যাচ্ছে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল। বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত তাদের পৃথক সমাবেশ থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয়। দুপুর ১২টায় বটতলায় সমাবেশ করে ছাত্রদল আর সাড়ে ১২টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করে ছাত্রলীগ।

ছাত্রলীগ

ছাত্রলীগের সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের প্রধান কাজ ছিল দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠান করে গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। তারা তা না করে রাজনৈতিক দলের নেতাদের কারাবন্দি করছে। মিথ্যা মামলা দিয়ে আটক করেছে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে তাকে মুক্তি দেয়া না হলে ছাত্রলীগের দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলে তাকে মুক্ত করা হবে। একই সঙ্গে তারা ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটনসহ সব রাজবন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান।

মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। অতীতের কোন স্বৈরাচারী সরকারকে এদেশের জনগণ ক্ষমা করেনি। বর্তমান সরকারকেও জনগণ ক্ষমা করবে না। এদেরও তাদের পরিণতি বরণ করতে হবে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার কখনও কোন অপশক্তির কাছে মাথানত করেনি। প্রধান উপদেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন তাদের আন্দোলনের কারণে প্রতিহত হয়েছে। এতে তাদের নৈতিক বিজয় হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার ও ছাত্রসমাজ আবার গর্জে ওঠার আগেই সরকারের উচিত হবে দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া। অবিলম্বে [illegible] গণআন্দোলন গড়ে তুলে তাদের মুক্ত করবে এবং জাতীয় নির্বাচনের আগে অন্য যে কোন প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের অপচেষ্টা করা হলে তা প্রতিহত করার ঘোষণা দেন তিনি।

ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপনের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তৃতা করেন সহ-সভাপতি গোলাম সরোয়ার কবির, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপু ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাশেদুল মাহমুদ রাসেল, হাসানুজ্জামান লিটন, সুজাতুর রহমান সুজাত, জসিম উদ্দিন, ইকবাল মাহমুদ বাবলু, আশরাফুর রহমান, নাসিম আল মোমিন রূপক, আবু আব্বাস ভূঁইয়া, আরিফুল ইসলাম উজ্জ্বল, আবদুল্লাহ আল মামুন, আমির হোসেন আমির, বদিউজ্জামান সোহাগ, আহসান উল্লাহ বাশার, জাফরুল শাহরিয়ার জুয়েল ও সিদ্দিকী নাজমুল আলম, জয়দেব নন্দীসহ বিভিন্ন শাখার নেতৃবৃন্দ।

এর আগে সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপনের নেতৃত্বে মধুর কেন্টিন থেকে মিছিল বের করা হয়। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে অপরাজেয় বাংলায় এসে সমাবেশে মিলিত হয়।

ছাত্রদল

ছাত্রদলের সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে দুই নেত্রীসহ সব রাজবন্দিকে মুক্তি দিয়ে জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা না করলে তারা সরকার পতনের আন্দোলনের ডাক দেবেন।

ছাত্রদল সভাপতি বলেন, সরকার তার বিদেশী দোসরদের সহয়তায় এদেশের গণতন্ত্র ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে। রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের কারাগারে রেখে প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের চক্রান্ত করছে। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ সব রাজবন্দিকে নিঃশর্ত মুক্তি না দিয়ে কোন নির্বাচনের নামে প্রহসন করলে ছাত্রদল জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তা প্রতিহত করবে

শফিউল বারী বাবু বলেন, প্রধান উপদেষ্টার ঢাকা [illegible] থাকবে। তিনি দাবি করেন, তারা সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে তাকে প্রতিহত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হাসান মামুনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তৃতা করেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু ও সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন নূরুল ইসলাম নয়ন, শহিদুল ইসলাম বাবুল, মোস্তফা খান সফরী, একরামুল হক বিপ্লব, আবদুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল, আমীরুল ইসলাম খান আলীম, বজলুল করিব চৌধুরী আবেদ, মামুনুর রশিদ মামুন, ওবায়দুল হক নাসির, সাদিউল কবির নীরব, আকরামুল হাসান, আতিকুজ্জামান রিপন প্রমুখ। এর আগে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হাসান মামুনের নেতৃত্বে মধুর কেন্টিন থেকে মিছিল বের করে. মিছিল ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বটতলায় [illegible] সমাবেশে মিলিত হয়।

নির্যাতন প্রতিরোধ ছাত্র আন্দোলন

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় চক্রান্ত ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির অপচেষ্টা বন্ধের দাবিতে বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও করতে যাত্রা করলে পুলিশি বাধার সম্মুখীন হয়। এই দাবিতে বেলা ১টায় নির্যাতন প্রতিরোধ ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে তারা অপরাজেয় বাংলা থেকে মিছিল বের করে। মিছিল চারুকলা ইন্সটিটিউটের সামনে এলে পুলিশ বাধা দেয়। সেখানে সংগঠনের আহ্বায়ক খোমেনী ইহসানের সভাপতিত্বে তারা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন। সমাবেশে বক্তৃতা করেন নীলয় সরকার, ভাস্কর সাহা, পার্থ দেব মণ্ডল প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, ভারত বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হরণ করতে নানা চক্রান্ত করছে। তাই চাল নিয়ে শুরু করেছে নানা [illegible]